দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... OCT 22 2006 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

শত সমস্যার মাঝে অতিক্রান্ত হোল জগন্নাথ ভার্সিটির একটি বছর

॥ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়নের এক বছর পূর্ণ হলো গতকাল শুক্রবার। এক বছরে এখানে শিক্ষার ব্যয় ৫ গুণ বাড়লেও শিক্ষার মান উন্নয়ন শূন্যের কোঠায়। শিক্ষক সংকট ও যোগ্য শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে শুরুতেই হোঁচট খেয়েছে সেমিস্টার পদ্ধতি। ক্লাস-রুম সংকট, বিজ্ঞান গবেষণাগারের যন্ত্রপাতির অভাব ও সেমিনার রুমে বই সংকট পূরণের তেমন কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কাঠামো উন্নয়নের মুখ দেখেনি শিক্ষার্থীরা।

একমাত্র লাইব্রেরিটি ভেঙ্গে ৫ তলা ভবন করার টেন্ডার দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। অথচ বিজ্ঞান অনুষদের দক্ষিণে ইউটিলিটি ভবন ও উত্তরে ডরমিটরি নির্মাণের উদ্যোগ নেই। ৩৮ হাজার শিক্ষার্থীর জন্য ৪টি মিনিবাসের মাত্র দুটি ব্যবহৃত হলেও নতুন কোন গাড়ির ব্যবস্থা করেনি কর্তৃপক্ষ। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার পর শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে যানবাহন (১৪শ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

শত সমস্যার মাঝে

(তৃতীয় পৃঃ পর)

নের নামে ৪শ করে টাকা আদায় করা হয়েছে। রের শেষ সময় এসেও এ পর্যন্ত ২০০৬-২০০৭ নের বাজেট পাস হয়নি।

শিক্ষার ব্যয় অনেক বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। ২৩শ' র ভর্তি ফি করা হয় ১১ হাজার ৫৫ টাকা। ২০ টাকার ন হয় ১শ' টাকা। ১০ টাকা লাইব্রেরি ফি করা হয় টাকা। ২০ টাকার গাড়ি উন্নয়ন ফি হয় ৪শ' টাকা। সে তুলনায় শিক্ষার মান বাড়েনি। সেমিস্টার পদ্ধতি হয়েছে। কিন্তু শিক্ষকদের অযোগ্যতার কারণে স্টার পদ্ধতি ধ্বংস হতে বসেছে। ৩৫০ জন শিক্ষকের আছে ২৮২ জন। যাদেরকে প্রেষণে রাখা হয়েছে। টিয়া শিক্ষকের মত তারা ক্লাস নিচ্ছেন, স্থায়ী কোন া দেয়া হয়নি।

সেমিস্টার পদ্ধতির সিলেবাসে পড়ানোর মত কোন ভ্রতা তাদের নেই। বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার পর নের গবেষণাগার উন্নয়নে ৫শ' এবং সেমিনারে ৭শত টাকা নেয়া হলেও কোন উন্নয়ন হয়নি।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ১৯৯৫ সালে াথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। বিদ্যালয়ে ৬টি গাড়ি উপহার দেন। যার ৪টি ছাত্রদের টি শিক্ষকদের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় র পর পরিবহন উন্নয়ন ফান্ডে টাকা নেয়া হলেও কোন ক্রয় করা হয়নি।

১৯৮৫ সালে জগন্নাথ কলেজে মোট ১৪টি হল । হলগুলো কর্তৃপক্ষের হাতছাড়া হয়। হলগুলো পুলিশ ানীয়রা দখল করে। বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুসারে কলেজের সকল সম্পত্তির মালিক জগন্নাথ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। কিন্তু এক বছরে হলো উদ্ধারের পদক্ষেপ নেয়নি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। বিদ্যুতের া ব্যবস্থা নেই। বিদ্যুৎ চলে গেলে অন্ধকার নেমে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। ভিসি ড. সিরাজুল াম খান জানান, শিক্ষক সমস্যাসহ অনেক সমস্যাই হ। প্রায় ৮ কোটি টাকা রাজস্ব বাজেটের আবেদন